০৪-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- গৃহস্থ জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ করেও এই পড়ার কোর্স করো, এ হলো দেবী - দেবতা হওয়ার কলেজ, তোমাদের ভগবান - ভগবতী (দেবী - দেবতা) হতে হবে"

প্রশ্ন :- শিববাবার মহানতা - তাঁর কোন্ কর্তব্যের কারণে এই প্রশস্তি উচ্চারিত হয় ?

উত্তর :- শিববাবা সকল বাচ্চাদের নট ওয়ার্থ এ পেনি (মূল্যহীন) জীবন থেকে ওয়ার্থ (অমূল্য) পাণ্ডব জন্ম দেন । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, পতিত থেকে পবিত্র করেন, এই কারণেই তাঁর মহানতার প্রশস্তি উচ্চারিত হয় । যদি শিববাবা না আসতেন তাহলে আমরা বাচ্চারা কোনো কাজেরই হতাম না । দীননাথ বাবা এসেছেন গরীব কন্যা এবং মাতাদের দাসত্ব মুক্ত করতে। এই কারণেই দীননাথ বলে বাবার মহানতার প্রশস্তি উচ্চারিত হয় ।

গীত :- মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা .....

ওম্ শান্তি ।. বাচ্চারা তাদের মায়ের মহিমা শুনলো । এমনিতে তো নিজের মা আছে কিন্তু ইনি হলেন জগদম্বা । তোমরা তো জানোই এ কার মহিমা । জগদম্বার কত বড় মেলা হয় । জগদম্বা কে -- এ কেউই জানে না । পরম পিতা অথবা ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর অথবা লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি যাঁরা সবথেকে উঁচু, তাঁদের জীবন কাহিনী কোনো মানুষ মাত্রেই জানে না । এখন তোমরা জানো যে, জগদম্বা হলেন ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী । জগৎ - অম্বার যত ভুজ দেখানো হয়েছে, তা তো থাকে না । দেবতাদের অনেক হাত দেওয়া হয় । বাস্তবে মানুষের তো দুটো হাত হয় । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার । বাকি মানুষের হলো দুটো হাত । স্বর্গের লক্ষ্মী - নারায়ণেরও দুটি করে হাত থাকে । সূক্ষ্ম - বতনে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর আছে । প্রবৃত্তি মার্গ হওয়ার কারণে চতুর্ভুজ দেখানো হয়েছে । সূক্ষ্ম - বতনেও মাম্মা - বাবা আছেন । বিষ্ণুরও সাক্ষাৎকার হয় তাতে দুই হাত লক্ষ্মীর আর দুই হাত নারায়ণের । বাকি মানুষের কখনো চার হাত হয় না । এ তো বোঝানোর জন্য বিষ্ণুর চার হাত দেখানো হয়েছে । দেবীদের এত হাত দেখানো হয় । তা আসলে থাকে না । সরস্বতী - কালী ইত্যাদি অনেক চিত্র বানানো হয়েছে । বাস্তবে এ আসলে কিছুই নয় । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের অলংকার । এখন তোমরা ভক্ত নও । তোমরা হলে গড ফাদারলী স্টুডেন্ট । তোমরা এখন এই পড়া পড়ছো । ভগবান এসে ভক্তদের ভক্তির ফল দেন । যারা অন্ধ শ্রদ্ধায় থাকে, তারাই হলো ভক্ত । সকলের ছবিই তারা রাখবে । কৃষ্ণেরও রাখবে, লক্ষ্মী - নারায়ণেরও রাখবে আবার রাম - সীতারও রাখবে । গুরু নানক ইত্যাদিদেরও রাখবে । এ অনেকটা আমের চাটনির মতো । কারোর কর্তব্য সম্বন্ধে জানেই না । এঁদের কেন আমরা পুজো করি তা অবশ্যই জানা উচিত । এঁদের মধ্যে উঁচুর থেকেও উঁচু কে ? ভক্তদের মধ্যে মুখ্য শিরোমণি ভক্ত নারদকে দেখানো হয়েছে আর মেয়েদের মধ্যে শিরোমণি ভক্ত বলা হয়েছে মীরাকে । কাহিনী লেখা আছে -- যখন লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর হয়েছিলো -- । এখন এই স্বয়ম্বর তো সত্যযুগে হয় । এ তো হলো নরক । এ সব দৃষ্টান্ত দেখানো হয় । বাস্তবে কোনো একজনের কথা নয় । এই সময় পুরুষ - মহিলা সকলেই দ্রৌপদী এবং দুর্যোধন । দ্রৌপদীরা ডাকতে থাকে --- হে ভগবান, আমাকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করো । ছবিতে দেখানো হয় যে, ভগবান শাড়ি দিয়ে যাচ্ছেন । বলা হয় -- একুশ জন্ম নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন । এখন বাবা এসেছেন সব দ্রৌপদীদের রক্ষা করতে । বাবার শ্রীমতে চললে ২১ জন্ম কখনোই বস্ত্রহীন হবে না । সে হলো

সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । তোমরা জিজ্ঞেস করো --- বাবা, আমরা লক্ষ্মীকে বরণ যোগ্য হয়েছি কি ? বাবা বলেন -- মনের দর্পণে দেখো যে আমরা উপযুক্ত হয়েছি কি ? এই সময় সমস্ত মানুষের মধ্যে পাঁচ বিকার রয়েছে । ভারতে সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী - দেবতা ছিলো । এখন তো সম্পূর্ণ বিকারী । সত্যযুগে যে এক সন্তান হয়, সেও যোগবলের দ্বারা । আগে থেকেই তার সাক্ষাৎকার হয় । তোমরা যেমন সাক্ষাৎকার করো যে, আমরা প্রিন্স -প্রিন্সেস হবো । প্রিন্স - প্রিন্সেসদেরও নিজেদের মধ্যে রাসের সাক্ষাৎকার হয় যে, ভবিষ্যতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এভাবে রাস করবো । বাবা বুঝিয়েছেন যে ---- এত ভুজার কোনো দেবী হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণেরও দুটি মাত্র হাত । তাঁদের বিষ্ণুর অবতার বলা হয় । বিষ্ণুর ডায়নষ্টি ------তাঁদের মহালক্ষ্মী বা নারায়ণ বলা হয় । নর - নারায়ণের মন্দিরে চতুর্ভুজ রূপ দেখানো হয় । মহালক্ষ্মীরও চার হাত দেখানো হয় । লক্ষ্মীকে জগত আম্বা বলা হবে না । লক্ষ্মী কোনো ব্রহ্মাকুমারী নন । ব্রহ্মাকুমারী তো এখানে । সরস্বতীর গায়নও আছে যে --- ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী সরস্বতী । ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতীকে জগদম্বা বলা হয় । বরাবর তোমরাই জানো যে, প্রজাপিতার মুখ বংশাবলী আমরাই । এক হলো কলিযুগী ব্রাহ্মণ, আর দ্বিতীয় তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ । ওই ব্রাহ্মণরা হলো শরীরের যাত্রাকারী কুলজাত ব্রাহ্মণ আর তোমরা হয়েছো মুখ বংশাবলী । তোমরা রুহানী যাত্রা করাও । তোমরা সমস্ত ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী গিয়ে মানুষ থেকে দেবতা হও । এরমধ্যে মুখ্য হলেন মাম্মা, যাঁর এত মহিমা । তিনি স্বর্গের সমস্ত মনোকামনা পূরণ করেন । তোমরাও তাঁর সন্তান হলে । জগত - আম্বা রাজযোগ শেখান, যা শিখে তোমরা একুশ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হও, এরজন্য তাঁর নামে গায়ন আছে যে ---শিব শক্তি সেনা । লক্ষ্মী হলেন মহারাণী, তাঁর একটি সন্তান হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদ্মার তো অনেক সন্তান । জগদম্বারও দুটি হাত । তেমনই লক্ষ্মী - নারায়ণেরও দুটি হাত । চিত্রে অনেক ভুল করে দিয়েছে । নারায়ণকে কালো আর লক্ষ্মীকে গোরা করে দিয়েছে । এমন তো হতেই পারে না যে, নারায়ণ কালো আর লক্ষ্মী গোরা বা কৃষ্ণ কালো আর রাধা গোরা । বাবা বসে বোঝান যে -- এই সময় সকলেই কালো । তোমরা যখন স্বর্গে পবিত্র ছিলে তখন গোরা ছিলে । এরপর কাম চিতায় বসার কারণে কালো হয়ে গেছো । কৃষ্ণকে শ্যাম - সুন্দর বলা হয় । সুন্দর হলো সত্যযুগ আর ত্রেতায় তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করতে করতে অন্তে এসে সকলেই কালো হয়ে গেছে । কৃষ্ণের আত্মা পুনর্জন্ম নিতে থাকে । সেই নাম আবার থোড়াই থাকে । এইসময় সেই আত্মা তমোপ্রধান অবস্থায় আছে । সত্যযুগ ইত্যাদিতে ছিলো দেবী - দেবতা । তাঁরাই ৮৪ জন্ম নেবে । এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র ।

তোমরা বাচ্চারা মাম্মার মহিমা শুনেছো । মাম্মার মহিমা আলাদা আর লক্ষ্মীর মহিমা আলাদা । কত রকম চিত্র বানানো হয়েছে । কালীর এমন জিভ দেখানো হয়েছে । এমন তো কোনো মানুষ হয় না । সূক্ষ্ম বতনেও এমন কালী তো নেই । সেখানে ব্রাহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর আছে । বিষ্ণু তো হলেন যুগল । ব্রহ্মা এবং সরস্বতীকে তোমরা সূক্ষ্ম বতনে দেখো । তাহলে কালীর এমন ভয়ংকর রূপ কোথা থেকে এলো । কালীর রূপ বড় ভয়ানক দেখানো হয় । হিংসা করার মত এমন শক্তি থোড়াই থাকে । প্রতিটি কথা বাবা বুঝিয়ে বলেন । এইসব চিত্র বিভিন্ন ধরনের থাকে । কিন্তু মানুষ তো মানুষের মতোই হয় । সূক্ষ্ম বতনে থাকে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর -- এর উপরে মুল বতন, যেখানে শিব আর শালগ্রাম থাকে । ব্যস, আর কিছুই নেই । বাকি সব এতো চিত্র ইত্যাদি সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী । সত্যযুগ আর ত্রেতায় এমন হয় না । জ্ঞান আর ভক্তি -- জ্ঞান অর্থাৎ দিন, ভক্তি অর্থাৎ রাত । ব্রহ্মার দিন হলো জ্ঞান আর ব্রহ্মার রাত হলো ভক্তি । সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো দিন, দ্বাপর আর

কলিযুগ হলো রাত । এখন হলো অন্ধকারের রাত । এরপর দিন হবে । বাবা বলেন - আমার জন্ম হয় সঙ্গম যুগে । কলিযুগের অন্ত হলো ঘোর অন্ধকার আর সত্যযুগের আদি হলো আলোর প্রভাত । এই সঙ্গম যুগে এসেই আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলি । এখন ভক্তিমার্গের এমন সব যে চিত্র আছে -- এর মধ্যে মুখ্য হলেন পতিত পাবন শিববাবা । এইসময় সমস্ত মনুষ্য মাত্রই পতিত । এ হলো পতিত দুনিয়া । যদি শিববাবা না আসতেন তাহলে সকলের জন্মই মূল্যহীন হতো । শিববাবাকে বলিহারি যিনি পতিতদের পবিত্র করেন । এই সময় সকলেই তমোপ্রধান, সকলেই দুঃখী । প্রথমে যখন পবিত্র আত্মা আসে, তারা সতোপ্রধান থাকে, তারপর সতো, রজো এবং তমোতে আসতে হয় । সমস্ত জিনিসই এমনভাবে হয় । ছোটো বাচ্চাও সতোপ্রধান থাকে, তাই বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞানী আর বালক এক সমান । তারপর সতো, রজো এবং তমোতে আসতেই হবে । পরিবর্তন তো করতেই হবে । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে । এই দুনিয়াও একসময় সতোপ্রধান ছিলো, এখন তমোপ্রধান । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান একমাত্র বাবাই বানাতে পারেন । বাবাকে না জানার কারণে মানুষ সবাইকে স্মরণ করতে থাকে । কত চিত্র বানাতে থাকে । কিন্তু তার মধ্যেও প্রত্যেকেরই একজন মুখ্য দেবতা অবশ্যই থাকে । বাবার কাছে যেমন অনেক চিত্র থাকতো । তারমধ্যে মুখ্য ছিলো শ্রী নারায়ণের । শিখ ধর্মের লোকেরা যদিও শিব বা লক্ষ্মী - নারায়ণের ছবি রাখে কিন্তু তারা গুরু নানককে অধিক স্মরণ করে । উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান তো একজনই । তাঁর মহিমাও লেখা আছে । সতনাম, কর্তা পুরুষ, অকালমূর্ত -- সত্যযুগ আদি হলো সত্য, এই যে চক্র তাও সত্য । তোমরা অবশ্যই এই চক্র সম্পূর্ণ করবে । এইসব কথা বাবা বসে বোঝান । ভক্তিমার্গে গোরা কৃষ্ণের মন্দির আলাদা এবং কালো কৃষ্ণের মন্দির আলাদা দেখানো হয় । কোথাও শিবেরও রাখে, কোথাও আবার লক্ষ্মী - নারায়ণেরও রাখে কিন্তু এঁদের কর্তব্য কেউ জানে না । বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের এই সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে, স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে, চক্রবর্তী রাজা বানান । যদিও তোমরা সকলেই গৃহস্থী, তবুও তোমরা পড়ার এই কোর্স করো । বৃদ্ধাদের প্রশ্ন করো যে -- তোমরা কোথায় যাও ? তো তারা বলবে -- আমরা ভগবানের কলেজে যাই । ভগবান উবাচঃ আমি তোমাদের সেই দেবী দেবতা বানাই । ভগবান তোমাদের পড়ান, তিনি তোমাদের ভগবান - ভগবতী বানান । এমন কিন্তু নয় যে, সত্য যুগে কেউ ভগবান ভগবতীর রাজ্য বলবে । তা নয়, সে হলো আদি সনাতন দেবী - দেবতার রাজ্য । বিদেশীরা বলে "লাডে - কৃষ্ণা"। আমেরিকানরা যখন দেখে যে, এ হলো দেবতাদের চিত্র তখন একটার দাম লাখ - দু লাখ দিয়েও দেয় । প্রাচীন জিনিস দেখলে লাখ টাকা দিতেও রাজী হয়ে যায় । তাও দেয় না কারণ পুরানো জিনিস তো । এই পুরানো তো পাঁচ হাজার বছরের কথা । সবথেকে পুরানো তো দেবী - দেবতাদের চিত্র । ভক্তিমার্গে কতো চিত্র বানানো হয় । ভক্তিমার্গ যখন শুরু হয় তখন সোমনাথের মন্দির বানানো হয় । বাবা বোঝান যে, ভারতবাসী কতো বিত্তবান ছিলো, এখন তো ভারত কতো নরক হয়ে গেছে । এখন সম্পূর্ণ ভিখারী, কাঙ্গাল হয়ে গেছে । এই ভারতের হিস্ট্রি আবারও রিপিট হওয়া উচিত । তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ বেহদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি জানো । সত্যযুগের দেবতারা তা জানবে না । এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায় । সেখানে কোনো পতিত থাকে না যে জ্ঞান দিতে হবে । এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায় । তাহলে এই গীতা কোথা থেকে এলো । এ সমস্তই ভক্তিমার্গের শাস্ত্র বানানো হয়েছে । নতুন দুনিয়ার জন্য তো নতুন জ্ঞান চাই । ইসলামী জ্ঞান আগে ছিলো কি ? ইব্রাহিম এসে ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেন এবং জ্ঞান দেন । এ তো নতুন কথা হলো, তাই না । এখানে গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদিতে অনেক মিথ্যে কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । বাবা বলেন -- এক নম্বর আমার গ্লানি হলো, আমাকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । যখন এমন গ্লানি হয়, ভারতবাসী মহা দুঃখী হয়ে যায়, তখনই আমি আসি । এই সময় সকলেই পতিত । সমগ্র বিশ্বের

সবাইকে পবিত্র করতে আমিই আসি, তাই আমি পতিত এই দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করাই । তোমরা এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও । "মনমনাভব" । বাবা এবং তাঁর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো । তোমরা এই রাজযোগ শিখে সেই দেবী - দেবতা হও । এ হলো রাজযোগ শেখার গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি । এ এত বড় কলেজ আর হসপিটাল কিন্তু তোমরা তিন পদ জমিও পাও না । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি । এ হলো একই সঙ্গে হসপিটাল এবং ইউনিভার্সিটি । হসপিটাল থেকে স্বাস্থ্য এবং ইউনিভার্সিটি থেকে সম্পদ পাওয়া যায় । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের পড়াতে এসেছি কিন্তু তোমাদের কাছে তিন পদ জমিও নেই । আমি তো গরীবের প্রভু । কন্যারা, মাতারা সম্পূর্ণ গরীব হয়ে গেছে, তাদের হাতে আর কিছুই নেই । বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা বাচ্চারা পায় । বাস্তবে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হয় । ভারতের হিন্দু নারীদের বলা হয় ---- তোমাদের পতিই তোমাদের গুরু - ঈশ্বর সবকিছু কিন্তু অর্ধাঙ্গিনীকে থোড়াই বলা যায় -- আমি তোমার গুরু বা ঈশ্বর আর তুমি আমার দাসী ! বাবা এসে তোমাদের এই দাসত্ব থেকে রেহাই দেন । প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রুহানী যাত্রা করতে হবে এবং করাতে হবে । সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে ।

২) দেবী - দেবতা হওয়ার জন্য এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে বাবা এবং তাঁর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । এই নতুন জ্ঞান নিজে পড়তে হবে এবং অন্যদেরও পড়াতে হবে ।

বরদান :- মহাবীর হয়ে সঞ্জীবনী বুটির দ্বারা মূর্ছিতকে সুরজিত করে শক্তিবান হও

সূর্য যেমন শক্তিশালী হয়ে চারিদিকে নিজের শক্তির প্রকাশ ছড়িয়ে দেয়, তেমনই শক্তিমান হয়ে অনেককে সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে মূর্ছিতকে সুরজিত করার সেবা করতে থাকো, তখনই বলা হবে মহাবীর । সদা এই কথা স্মৃতিতে রাখো যে, আমাদের বিজয়ী হয়ে সবাইকে বিজয়ী করতে হবে । আর এই বিজয়ী হওয়ার সাধন হলো ব্যস্ত থাকা । স্ব - কল্যাণ অথবা বিশ্ব কল্যাণের কাজে ব্যস্ত থাকো তাহলেই বিঘ্ন - বিনাশক বায়ুমণ্ডল তৈরী হতে থাকবে ।

স্লোগান :- দিল (মন) সর্বদা এক দিলারামের (প্রাণনাথ) সঙ্গে যুক্ত থাকা --এটাই হলো প্রকৃত তপস্যা ।